গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
নার্সিং শিক্ষা শাখা
www.mefwd.gov.bd

নং-৫৯.০০.০০০০.১৪৩.২২.০১.২০১৯ (অংশ-১)-৫৪

তারিখঃ ০৭-০৩-২০২৩ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ভর্তি নীতিমালা প্রশাসনিক অনুমোদন ও গেজেট প্রজ্ঞাপন জারির অনুমতি প্রসঙ্গে।

সূত্র: বিএনএমসি/প্রশা-৩৪(অংশ-১)/২০২৩-২৬৬, তারিখ: ০৫-০৩-২০২৩ খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাক্ষরিত বিএসসি ইন নার্সিং, ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০২৩ এর প্রশাসনিক অনুমোদন ও গেজেট প্রজ্ঞাপন জারির অনুমতি নির্দেশক্রমে প্রদান করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে, ০৩ (তিন) পাতা।

০৭/০৩/২০২৩
(সারা দিবা)
উপসচিব
ফোন- ৫৫১০০৯৭৯

রেজিস্ট্রার
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
বিজয়নগর, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য:-

১। সচিবের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২। অতিরিক্ত সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, চিকিৎসা শিক্ষা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
৩। যুগ্মসচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, নার্সিং শিক্ষা অধিশাখা, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল

২০৩, শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম সরণী, বিজয়নগর, ঢাকা
www.bnmc.gov.bd

নং-বিএনএমসি/প্রশা-৩৪ (অংশ-৩)/২০২৩-২৭৫ তারিখ: ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ খ্রি:

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তি নীতিমালা

(বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল আইন (২০১৬ সালের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ৫ (ঙ) অনুযায়ী প্রণীত)

১. **শিরোনাম:** এ নীতিমালা "বিএসসি ইন নার্সিং, ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০২৩" নামে অভিহিত হবে।

২. **প্রযোজ্যতা:** এই নীতিমালা বাংলাদেশের সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত (সামরিক-বেসামরিক), বেসরকারি পর্যায়ে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কলেজ/ইনস্টিটিউটে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এটি স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ অনুমোদিত এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল কর্তক স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত (ক) ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং (খ) ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং (গ) ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষ হতে কার্যকর হবে।

৩. **প্রার্থীর যোগ্যতা:**

৩.১ প্রার্থীকে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে।

৩.২ ব্যাচেলর অব সায়েন্স ইন নার্সিং ও ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে সরকারি প্রতিষ্ঠানে নির্দিষ্ট আসনের ১০% পুরুষ প্রার্থীর জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আসনের সর্বোচ্চ ২০% পুরুষ প্রার্থী ভর্তি করা যাবে। ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে শুধু মহিলা প্রার্থী আবেদনের যোগ্য হবে।

৩.৩ প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় স্বাস্থ্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ভর্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৩.৪ প্রার্থী যেই শিক্ষাবর্ষের জন্য নার্সিং/মিডওয়াইফারি কোর্সে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন সেই ইংরেজি সাল এবং তৎপূর্ববর্তী ইংরেজি সালে এইচএসসি/সমমান পরীক্ষায় পাশ এবং ধারাবাহিকভাবে এর অব্যাবহিত পূর্ববর্তী দুই ইংরেজি সালের মধ্যে এসএসসি পাশ হতে হবে।

৩.৫ জিপিএ নির্ধারণঃ

(ক) বিএসসি ইন নার্সিং: বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান দুটি পরীক্ষায় মোট জিপিএ ৭.০০ থাকতে হবে, তবে কোন পরীক্ষায় জিপিএ ৩.০০ এর কম হবে না এবং উভয় পরীক্ষায় জীববিজ্ঞানে জিপিএ ৩.০০ থাকতে হবে।

(খ) ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি ও ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি: যে কোন বিভাগ হতে এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান দুটি পরীক্ষায় মোট জিপিএ ৬.০০ থাকতে হবে। তবে কোন একটি পরীক্ষায় জিপিএ ২.৫০ এর কম হবে না।

৩.৬ বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওইফারি কাউন্সিল (বিএনএমসি) কর্তৃক সময় সময়ে মূল্যায়নের ভিত্তিতে জিপিএ মান নির্ধারণ করা হবে, যা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ অনুমোদন করবে।

৩.৭ বিএসসি নার্সিং এর ক্ষেত্রে ''এ'' লেভেলে Biology বাধ্যতামূলক । এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ গ্রেড প্রাপ্ত পাঁচটি বিষয়ে গড় জিপিএ এর সাথে অতিরিক্ত অন্যান্য বিষয়ের গড় জিপিএ থেকে দুই বাদ দিয়ে অতিরিক্ত বিষয়ে প্রাপ্ত নম্বর যোগ হবে এবং উভয় পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বরের উপর সিজিপিএ নির্ধারণ হবে। নির্ধারিত ফি প্রদানপূর্বক বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াফারি কাউন্সিল থেকে সমতাকরণ সনদ সংগ্রহ করতে হবে।

৪. **ভর্তি পরীক্ষার নিয়ম:**

৪.১ এসএসসি বা সমমান পরীক্ষায় প্রাপ্ত জিপিএর ৪ গুণিতক হিসেবে ২০ নম্বর; এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার ৬ গুণিতক হিসেবে ৩০ নম্বর মোট ৫০ নম্বর এবং ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল থেকে জাতীয় মেধা অনুযায়ী প্রার্থী নির্বাচন করা হবে।

৪.২ ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি, ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি ও বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সে প্রার্থী নির্বাচনের জন্য পৃথক পৃথক প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে ।

৪.৩ বিএসসি ইন নার্সিং কোর্সের জন্য এমসিকিউ পদ্ধতিতে বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, গণিত-১০, বিজ্ঞান-৩০ (জীববিজ্ঞান, পদার্থ ও রসায়ন) এবং সাধারণ জ্ঞান-২০ নম্বরের অর্থাৎ মোট ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। পাশ নম্বর ৪০ (চল্লিশ) নির্ধারিত থাকবে।

৪.৪ ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি কোর্সের জন্য এমসিকিউ পদ্ধতিতে বাংলা-২০, ইংরেজি-২০, গণিত-১০, সাধারণ বিজ্ঞান-২৫ এবং সাধারণ জ্ঞান-২৫ নম্বরের অর্থাৎ মোট ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। পাশ নম্বর ৪০ (চল্লিশ) নির্ধারিত থাকবে।

৪.৫ অকৃতকার্য (অনুত্তীর্ণ) প্রার্থীগণ কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পাবে না।

৪.৬ ভর্তি পরীক্ষার আবেদনপত্র প্রক্রিয়াকরণ, নিরীক্ষণ এবং ভর্তি পরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্তকরণ কম্পিউটারের (সফটওয়ারের) মাধ্যমে করা হবে।

৫. ফলাফল প্রস্তুত/ প্রার্থী বাছাই/ নির্বাচনের নিয়মাবলি:

৫.১ জাতীয় মেধার ভিত্তিতে প্রার্থী নির্বাচন করা হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রার্থী নির্বাচনী পরীক্ষায় মেধাক্রম ও প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত পছন্দের ক্রমানুসারে প্রার্থী কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হবে তা নির্ধারিত হবে।

৫.২ ভর্তি কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত চূড়ান্ত তালিকার সঙ্গে প্রার্থীদের মেধাভিত্তিক যৌক্তিক সংখ্যক অপেক্ষমাণ তালিকা ক্রমানুসারে কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ নথিতে সংরক্ষণ করা হবে।

৫.৩ চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রার্থীগণকে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ভর্তি হয়ে যথাসময়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিপূর্বক কোর্সে যোগদান করতে হবে। সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্ধারিত তারিখে ভর্তির পরে শূন্য আসনে মেধাতালিকা এবং প্রার্থীদের পছন্দের ক্রমানুসারে (অটোমাইগ্রেশন প্রক্রিয়ায় স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ধারিত হওয়ার পর) ভর্তি সম্পন্ন হবে।

৫.৪ মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং সন্তানের সন্তানদের জন্য মোট আসনের ২% সংরক্ষিত থাকবে। অবশিষ্ট ৯৮% আসনের মধ্যে ৬০% প্রার্থী জাতীয় মেধা থেকে এবং ৪০% প্রার্থী জেলা কোটায় নির্বাচন করা হবে। সংরক্ষিত কোটায় প্রার্থী না পাওয়া গেলে অপেক্ষমাণ তালিকার প্রার্থী দিয়ে শূন্য আসন পুরণ করা হবে। নিজ জেলা প্রমাণক হিসেবে জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম নিবন্ধন এবং ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি করপোরেশনের নাগরিকত্ব সনদ সংযুক্ত করতে হবে।

৫.৫ অভিন্ন ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মেধা তালিকা অনুযায়ী সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির কার্যক্রম সম্পন্নের পর অবশিষ্ট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা তাদের স্ব স্ব পছন্দ অনুযায়ী যেকোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারবে।

৫.৬ সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, সামরিক-আধাসামরিক ও বেসরকারি নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ সিডিউল অনুযায়ী ভর্তির অগ্রগতি প্রতিবেদন বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল-কে অবহিত করবে এবং সরকারি নার্সিং কলেজ/ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরেও প্রেরণ করবে।

৬. সার্টিফিকেটসমূহ নিরীক্ষণ:

৬.১ ভর্তির পর কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীর এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষার সার্টিফিকেট ও মার্কশিট সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড দ্বারা সত্যায়ন করবেন।

৬.২ সরকারি প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য নির্ধারিত তারিখ শেষে শূন্য আসনসমূহের বিপরীতে ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রীদের পছন্দ অনুযায়ী কলেজ পরিবর্তনের (অটোমাইগ্রেশন) সুযোগ দেওয়া হবে। মাইগ্রেশন শেষে প্রাপ্ত শূন্য আসনসমূহ অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে মেধাক্রম অনুসারে পূরণ করা হবে। তবে এটি ঐচ্ছিক হবে।

৬.৩ সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বর্ণিত নিয়ম ব্যতিত অন্য কোনভাবে এক নার্সিং প্রতিষ্ঠান হতে অন্য প্রতিষ্ঠানে বদলি হওয়া বা করা যাবে না।

৭. কারিকুলাম ও ইন্টার্নশীপ:

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে (ক) ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি ইন নার্সিং (খ) ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং (গ) ৩ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সের ছাত্র/ছাত্রীদেরকে বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল (বিএনএমসি) অনুমোদিত কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। কোর্স শেষে সকল শিক্ষার্থীর জন্য ৬ (ছয়) মাস ইন্টার্নশীপ বাধ্যতামূলক। ইন্টার্নশীপ গ্রহণের প্রতিশ্রুতি স্বরূপ প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রীকে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময় একটি অঙ্গীকারনামা অভিভাবকের প্রতিস্বাক্ষরসহ দাখিল করতে হবে।

৮. **অসচ্ছল-মেধাবী কোটা:**

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য ৫% আসন মেধাবী-অসচ্ছল ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ এই আসনের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বেতন-ভাতাদি ও সেশন চার্জের অতিরিক্ত কোন প্রকার ফি গ্রহণ করতে পারবে না।

৯. **ভুল বা মিথ্যা তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য:**

ভর্তির পূর্বে বা পরে দেশি বা বিদেশি ছাত্র/ছাত্রীর কারো কোন তথ্য (যা ভর্তি প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়েছে) মিথ্যা বা ভুল প্রমাণিত হলে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সাথে সাথে তার ভর্তি বাতিল করাসহ আইন অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। কোন প্রতিষ্ঠানেই অনুমোদিত আসনের অতিরিক্ত দেশি /বিদেশি ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

১০. **ভর্তি কার্যক্রম সংক্রান্ত আয় ও ব্যয়:**

ভর্তি কার্যক্রমের আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়াবলি নির্বাহী কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং সকল লেনদেন তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে।

১১. **বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও আসন সংরক্ষন:**

১১.১ বিদেশি ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির যোগ্য বেসরকারি কলেজসমুহে কলেজের মোট আসনের সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ বিদেশি ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। বিদেশি ছাত্র/ছাত্রী পাওয়া না গেলে দেশি ছাত্র/ছাত্রী দ্বারা এ আসন পুরণ করা যাবে। তবে দেশি ছাত্র/ছাত্রীদের ভর্তির ক্ষেত্রে যে পরিমাণ ফি নির্ধারিত এ ক্ষেত্রে তাই প্রযোজ্য হবে। কোন অবস্থায় বিদেশি হারে ফি-সমূহ আদায় করা যাবে না।

১১.২ বিদেশি ছাত্র/ছাত্রীদের আবেদনপত্র, এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমান সার্টিফিকেট এবং ট্রান্সক্রিপ্ট নিজ নিজ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশি দূতাবাসের মাধ্যমে সত্যায়ন সহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তা স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগে প্রেরণ করবে। বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল কর্তৃক স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অনুমোদনক্রমে নম্বর (মার্কস) সমতাকরণসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নম্বর (মার্কস) সমতাকরণ প্রতিবেদনের আলোকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ভর্তির অনুমতি প্রদান করবে।

১২. ভর্তি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত একটি ভর্তি কমিটি থাকবে। ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়ে ভর্তি কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১৩. রহিতকরণ ও হেফাজত:

এই নীতিমালা জারির তারিখ হতে "বিএসসি ইন নার্সিং, ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স এন্ড মিডওয়াইফারি এবং ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি কোর্সে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি নীতিমালা, ২০২১" অতঃপর "উক্ত নীতিমালা" বলে উল্লিখিত, বাতিল বলে গণ্য হবে। উক্ত নীতিমালার অধীন কৃত কার্যক্রম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই নীতিমালার অধীন কৃত বা গৃহীত হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং উক্ত নীতিমালার অধীন কোন কার্য বা ব্যবস্থা অনিষ্পন্ন বা চলমান থাকলে, তা উক্ত নীতিমালার বিধান অনুসারে নিষ্পত্তি করতে হবে।

মো: সাইফুল হাসান বাদল 19/7/2023
প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল
এবং
সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।